ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
চাঁদ সুলতানা পুরস্কার
নীতিমালা

ভূমিকা

দেশের বঞ্চিত, পিছিয়ে থাকা কোটি কোটি নিরক্ষর, স্বল্প সাক্ষর মানুষকে অজ্ঞতা, ভাগ্যবাদিতা ও কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করতে গুটিকতক মানুষের কাফেলায় প্রয়াত চাঁদ সুলতানা নিজেকে একজন সাক্ষরতা অভিযাত্রী হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। নীরবে নিভৃতে রচনা করেন বয়স্ক ও কিশোর-কিশোরীদের মৌলিক সাক্ষরতা উপকরণসহ বিষয়ভিত্তিক অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অগ্রযাত্রায় তাঁর এই অনন্য অবদান অন্যতম গতিশীল ভূমিকা রেখে চলেছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্ড়বায়ন এবং উপকরণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে ক'জন সাক্ষরতা কুশলী নব্য ও স্বল্প সাক্ষরদের উপযোগী উপকরণ উন্নয়নে বিশেষভাবে অবদান রেখেছেন, প্রয়াত চাঁদ সুলতানা তাঁদের মধ্যে অন্যতম। শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নে তাঁর বিশেষত্ব ছিল, গ্রামীণ সাধারণ দরিদ্র ও নারী সমাজকে অগ্রাধিকার প্রদান। বিশেষত নারী উন্নয়ন, পরিবার ও সমাজে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারী-পুরুষ বৈষম্য, বাল্য বিবাহ, তালাক, যৌতুক, নারী ও শিশু পাচার, গর্ভবতী মা ও শিশুর যত্ন ইত্যাদি বিষয়। এছাড়াও ক্যান্সার, এইডসসহ জীবন ঘনিষ্ঠ আরো নানা বিষয় ছিল তাঁর রচনার উপজীব্য। এসব উপকরণের লক্ষ্যগোষ্ঠী নির্বাচনে যেমন বৈচিত্র্য রয়েছে, তেমনি বৈচিত্র্য রয়েছে রচনা শৈলীর উপস্থাপন এবং আঙ্গিকের ক্ষেত্রে। তিনি বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থীর জন্য উপকরণ রচনা করেছেন। যেমন- নিরক্ষর, নব্য ও স্বল্প সাক্ষর। তাঁর রচিত উপকরণের সংখ্যা ৫০ এর অধিক। এসব উপকরণের মধ্যে রয়েছে- প্রাইমার, বুকলেট, পোস্টার, ফ্লিপচার্ট, স্টিকার ইত্যাদি। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপকারভোগী ছাড়াও দেশের সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কর্মসূচিতে উপকরণগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১৯৯৯ সালের ২২ এপ্রিল মাত্র ৪৬ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর এই মৃত্যু আমাদের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। অক্লান্ত পরিশ্রমী এই মহিয়সী নারীর মহাপ্রয়াণ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়- "যেন মৃত্যুকালে আমরা বলতে পারি- আমার সমস্ত জীবন আমি উৎসর্গ করেছি মানবজাতির কল্যাণে"।

এই মহৎ নারীর সার্বিক অবদানকে স্মরণীয় করে রাখতে এবং দেশের পশ্চাৎপদ মানুষের শিক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নে যারা নিরলসভাবে কাজ করছেন, তাদের কাজে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ২০০১ সাল থেকে চাঁদ সুলতানা পুরস্কার প্রদান করে আসছে।

১. পুরস্কারের বিবরণ

ক. এই পুরস্কার "চাঁদ সুলতানা পুরস্কার" নামে অভিহিত হবে।

খ. প্রতিবছর একজন ব্যক্তি বা সংস্থাকে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।

গ. পুরস্কার হিসেবে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা, একটি ক্রেস্ট ও একটি সনদপত্র দেয়া হবে।

২. পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় প্রশংসিত কার্যক্রম, শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়ন, সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন এবং বিভিন্ন উন্নয়ন ইস্যু যেমন- নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণ, প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়া রোধ, শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা, পথশিশুদের পুনর্বাসন, পরিত্যাক্ত নবজাতক শিশুদের পুনর্বাসন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সফলতার সঙ্গে কার্যক্রম বাস্তবায়ন বা সমস্যা সমাধানে বাস্তবধর্মী গবেষণায় সফলতা, দুরারোগ্য ক্যান্সার, এইডসসহ অন্যান্য জীবন-সংহারক রোগ প্রতিরোধে বিশেষ চিকিৎসা বা কর্মকান্ড পরিচালনা এবং গবেষণায় অনন্য সাধারণ অবদানের জন্য ব্যক্তি বা সংস্থাকে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।

৩. পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতা

ক. ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গ নির্বিশেষে জীবিত ব্যক্তি (যিনি বাংলাদেশে বসবাস করেন) এবং যেকোনো সংস্থা এই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য।

খ. একজন মনোনয়ন দাতা একজন ব্যক্তি বা একটি সংস্থাকে পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য মনোনয়ন দিতে পারবেন। তবে কোনো দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেয়া যাবে না।

গ. নিজের জন্য নিজে মনোনয়ন দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

ঘ. কোনো ব্যক্তিকে সাধারণত একবারই পুরস্কার দেয়া হবে। তবে কোনো সংস্থা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে একাধিকবার পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হতে পারবে। এ ক্ষেত্রে পুরস্কার প্রাপ্তির ৫ বৎসর পর পরবর্তী পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা যাবে।

ঙ. নির্বাচক কমিটির কোনো সদস্য বা ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কোনো সদস্য বা কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে এই পুরস্কার প্রদান করা যাবে না।

কোনো কাজ সম্পাদন বা কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সফলতা এই পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ না উক্ত কাজটি সমাজ পরিবর্তনে নতুন নেতৃত্ব/কার্যক্রম সৃষ্টির ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়।